# সংবিধান

*সংশোধিত ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত*

## স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া

**স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া**
ডি ৩০০ আবুল ফজল এনক্লেভ, জামিয়া নগর, নিউ দিল্লি-১১০০২৫

# সংবিধান

*সংশোধিত ২০২২ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত*

**স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া**

**প্রকাশনায়:**

**এসআইও পশ্চিমবঙ্গ জোন**

১৪ আলিমুদ্দিন স্ট্রিট (দ্বিতল) কলকাতা-১৬

ফোন: (০৩৩) ২২৬৪ - ৫৯৫২

© সর্বস্বত্ব প্রকাশকের

| | |
|---|---|
| পেজ সংখ্যা: | ২০ পাতা |
| বিনিময়: | ১৫ টাকা মাত্র |
| প্রকাশ কাল: | সেপ্টেম্বর, ২০২৪ |
| ফোন নং: | ০৩৩ ২২৬৪৫৯৫২ |

Published By:
SIO West Bengal Zone
14 Alimuddin Street (2nd Floor), Kolkata-16
Phone : (033) 2264 – 5952
E-mail- prs.siowb@gmail.com
Website-siowb,org
Published : September, 2024
PRICE : 15/-

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ

# সংবিধান

স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া

## ভূমিকা

যে মহান আল্লাহ এই বিশ্ব নিখিলের সৃষ্টিকর্তা, প্রতিপালক ও পরিচালক, যাঁর প্রকৃতির বিধান সর্বত্র বিরাজমান এবং কেউই এই বিধি-বিধান অমান্য করতে পারে না। সেই মহান আল্লাহ তাঁর বিশাল বিশ্ব জাহানের এই ক্ষুদ্রতম অংশ পৃথিবীকে মনুষ্য জাতির বসবাসের স্থান বানিয়েছেন। তিনি মানুষকে দৃষ্টিশক্তি, শ্রবণশক্তি ও বোধশক্তি দ্বারা সুসজ্জিত করেছেন এবং ভাল-মন্দের পার্থক্য করার শক্তিও দান করেছেন। সাধারণভাবে বলতে গেলে আল্লাহ চিন্তা ও কর্মের স্বাধীনতা দান করে মানুষকে অন্যান্য সৃষ্টি অপেক্ষা এক বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন এবং মানুষকে এক বিশেষ পরীক্ষায় ফেলেছেন। যদি কোন মানুষ তাঁর জীবনের অনৈচ্ছিক অংশগুলিতে অসহায়ভাবে আল্লাহর অনুগত্য করে, তার জীবনের ঐচ্ছিক অংশগুলিতেও আল্লাহর অনুগত হয়, তাহলে তাকে চিরন্তন শান্তির পুরস্কার প্রদান করা হবে, অন্যথায় সে যদি তার চিন্তা ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, তার প্রভুর অবাধ্য হয়, তাহলে তাকে চিরন্তন শাস্তি ভোগ করতে হবে।

এই নিখিল বিশ্বের সৃষ্টিকর্তা যেমন মানবজাতির কল্যাণের জন্য অসংখ্য নিয়ামত ও উপায়-উপাদান দান করেছেন, ঠিক তেমনি পরম করুণাময় ও জ্ঞানময় আল্লাহ পৃথিবীতে মানুষকে চলার পথের নির্দেশ না দিয়ে পারেন না।

সে কারণেই তিনি মানবজাতির মধ্যে তাঁর প্রতি বিশ্বাসী, তাঁর ইচ্ছা ও আদেশের অনুগত এ ধরণের কিছু মহৎ ব্যক্তিদের নির্বাচিত করেন এবং নিজের তরফ থেকে প্রত্যাদেশ ও আন দ্বারা সুসজ্জিত করে এই দায়িত্ব দিয়ে পৃথিবীতে পাঠান, যেন তাঁরা তাঁদের প্রতিবেশী মানুষকে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করার জন্য ডাকেন, যাতে করে তারা ভুল পথ ও কাজ এবং পরকালে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও শাস্তি থেকে বেঁচে যায় এবং ইহকাল ও পরকাল উভয় জগতে শান্তি ও কৃতকার্যতা লাভ করতে পারে। আল্লাহর

এই সমস্ত দূতগণ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও জাতির মধ্যে আবির্ভূত হয়েছেন এবং তাঁরা তাঁদের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পরিপূর্ণভাবে পালন করেছেন। তাঁদের প্রত্যেকেরই একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ছিল এবং তা হল আল্লাহর প্রেরিত জীবন-বিধান ও পথনির্দেশ মেনে চলা এবং মানুষকে সেগুলি অনুসরণ করার জন্য আহ্বান করা। কিন্তু বাস্তবে যা ঘটল তা হল এই যে, এক বিরাট সংখ্যক মানুষ তাঁদের সেই ডাকে সাড়া দেয়নি এবং যারা সে ডাকে সাড়া দিয়ে একটি অনুগত জাতিতে পরিণত হয়েছিল, তারাও ধীরে ধীরে বিপথগামী হয়ে যায়। এ সমস্ত জাতিদের মধ্যে হয় কেউ পুরোপুরি আল্লাহর বিধানকে ভুলে গেছে, অথবা সেগুলি তাদের চরম গাফিলতি বা সময়ের আবর্তনের শিকার হয়ে পড়েছে। আবার কোন কোন জাতি এই সমস্ত বিধানগুলির মধ্যে কিছু কম বা কিছু বেশি করে বিকৃতি করে ফেলেছে।

অবশেষে বিশ্ব জাহানের প্রস্তু অন্যান্য নবী-রাসূল বা দূতগণকে যে দায়িত্ব দিয়ে পাঠিয়েছিলেন একই দায়িত্ব দিয়ে হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-কে পাঠালেন। পূর্বতন নবী-রাসূলগণের বিপথগামী অনুসারীগণ-সহ সমস্ত মানবজাতির প্রতি তাঁর ছিল আহ্বান। লক্ষ্যই ছিল তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা এবং যারা সে আহ্বানে সাড়া দেবে তাদের নিয়ে এক অনুগত জাতি গঠন করা এবং তারাই হবে মুসলিম জাতি, যারা একদিকে নিজেদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে একমাত্র আল্লাহর বিধান দ্বারা পরিচালনা করবে এবং অপরদিকে বিশ্বের সকল মানুষের সংস্কার ও সঠিক পথ প্রদর্শনের দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করবে।

যে সমস্ত মহৎ ব্যক্তিগণ হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ)-এর এই আহ্বান গ্রহণ করলেন, নবীর প্রশিক্ষণে এবং নির্দেশনায় তাদের সুঅভ্যাস, চরিত্র এবং নৈতিক আচরণের প্রভুত উন্নতি হল এবং তাঁরা এমন এক ধার্মিকতা, ন্যায়পরায়ণতা ও উন্নত নৈতিক শক্তির অধিকারী হলেন যে, তারা যে আহ্বানে সাড়া দিয়েছিলেন এবং তা গ্রহণ করেছিলেন, তার আশীর্বাদ মাধুর্য্য এবং উৎকৃষ্টতাকে পৃথিবী উপেক্ষা করতে পারল না। ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় মানুষ আল্লাহর এই দ্বীনকে গ্রহণ করতে লাগল।

আল্লাহর নির্দেশ ও মনোনীত জীবন-বিধান অনুযায়ী এক দৃষ্টান্ত স্থানীয় রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হল, যার ফলে মানুষ আত্মমর্যাদায় বলীয়ান হয়ে এক ধার্মিক ও ইনসাফপূর্ণ সমাজ লাভ করল। মানুষের সকল অশান্তি ও সমস্যার সমাধান খুঁজে পাওয়া গেল এবং দুঃখ-কষ্ট বিদায় নিল। মানুষ হৃদয়-মনের প্রশান্তি লাভ করল। সুতরাং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত মানুষের হেদায়াত ও পথ নির্দেশের এক পূর্ণাঙ্গ মান নির্দিষ্ট হল এবং পরবর্তী বংশধরদের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্বাস্থ্যকর রূপরেখা প্রতিষ্ঠিত হল।

এই হল শেষ নবী হযরত মুহাম্মাদ (সাঃ) কর্তৃক আনীত হেদায়াত এবং পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান, যা আজও নারী-পুরুষ, জাতি-ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণি নির্বিশেষে সকল মানুষের

জীবনের সকল জটিল সমস্যার সমাধান করে মানবজাতিকে একটি সামগ্রিক ন্যায় ও ভারসাম্যপূর্ণ, নৈতিক ও সহানুভূতিপূর্ণ এবং উন্নত সমাজের সন্ধান দিতে পারে।

পৃথিবীর মানুষ আজ যে সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তিক, নৈতিক, আর্থ-সামাজিক সমস্যাসমূহের সম্মুখীন হচ্ছে, সেগুলির সুষ্ঠু ও উপযুক্ত সমাধান দিতে পারে একমাত্র 'ইসলাম' নামক আদর্শ তথা জীবন-বিধান এবং আমরা মনে করি আমাদের নিজেদের দেশ ভারতবর্ষও যে সমস্ত সমস্যার সম্মুখীন, তারও সমাধান করতে পারে একমাত্র ইসলাম।

'স্টুডেন্টস্ ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া' প্রতিষ্ঠা করার প্রধান উদ্দেশ্য হল উম্মাতে মুসলেমার অংশ হিসেবে মুসলিম ছাত্র-ছাত্রীরা যেন দ্বীনের প্রসার ও প্রতিষ্ঠার দায়-দায়িত্ব পালন করার জন্য নিজেদের শক্তি-সামর্থ ব্যয় করতে উদ্বুদ্ধ হয়। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সামনে রেখেই এই সংগঠন এমন এক সুশৃঙ্খল নিয়মে কাজ করতে চায় যেন ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে এমন যোগ্যতা ও শক্তি পুষ্টিলাভ করে, যার সাহায্যে তারা একটা ন্যায়-সমাজ গঠন ও দেশের প্রগতি ও উন্নতির জন্য সহযোগিতা করতে পারে। তাদের চিন্তা-চেতনাকে এমন স্বাস্থ্যকর পরিবেশে পুষ্টিসাধন করানো হবে, যেন এই মহৎ কারণে তারা বৃহৎ ত্যাগ স্বীকারে উৎসাহিত হয়, তাদের শক্তি-সামর্থ্যকে এমন সুশৃঙ্খল পথে পরিচালিত করা হবে, যেন সমাজে সুকৃতির প্রসার ও দুষ্কৃতির উৎসাদনে তারা আত্মনিয়োগ করতে পারে এবং এই সমস্ত চেষ্টা-সাধনা ও কাজের মূল উদ্দেশ্যই হবে কেবলমাত্র ইহলোক ও পরলোকে আমাদের প্রভুর সন্তুষ্টি অর্জন।

## নাম

**অনুচ্ছেদ: ১**

এই সংগঠনের নামকরণ হবে "দি স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া' এবং এর সংবিধানের নাম হবে "দ্য কনস্টিটিউশন অফ দ্য স্টুডেন্টস ইসলামিক অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া।"

## প্রধান কার্যালয়

**অনুচ্ছেদ: ২**

এই সংগঠনের প্রধান কার্যালয় থাকবে দিল্লিতে; তবে এর অবস্থান পরিবর্তন করার ক্ষমতা কেন্দ্রীয় উপদেষ্টা পরিষদের থাকবে।

## বলবৎ হওয়ার তারিখ

**অনুচ্ছেদ: ৩**

এই সংবিধান ১লা মুহাররম, ১৪০৩ হিঃ (১৯ শে অক্টোবর, ১৯৮২) থেকে বলবৎ হবে।

## লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য

**অনুচ্ছেদ: ৪**

**ক) মিশন:** ঐশী পথ-নির্দেশ অনুযায়ী সমাজের পুণর্গঠনের জন্য ছাত্র ও যুবদেরকে তৈরী করাই হবে সংগঠনের মিশন।

**খ) লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য:**

১) ছাত্র এবং যুবকদের সামনে ইসলামের দাওয়াত পেশ।

২) ছাত্র এবং যুবকদের মধ্যে দ্বীনের প্রকৃত জ্ঞান ও চেতনার বিকাশ সাধন করা।

৩) কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবন-যাপনের জন্য ছাত্র-যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

৪) সুকৃতির প্রসার ও দুষ্কৃতির উৎসাদনের জন্য ছাত্র-যুবদের উদ্বুদ্ধ করা।

৫) শিক্ষা ব্যবস্থায় নৈতিক মূল্যবোধ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উন্নত ও নৈতিক শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টির চেষ্টা করা।

৬) সংগঠনের কর্মীদের সার্বিক উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, তাদের প্রতিভার

বিকাশ সাধন এবং তাদেরকে ইসলামী আন্দোলনের সহায়ক হিসেবে গড়ে তোলা।

## কাজের নিময়-নীতি

**অনুচ্ছেদ: ৫**

১) এই সংগঠনের কাজের ভিত্তি ও মূল পথ-নির্দেশক হবে কুরআন এবং সূন্নাহ্।

২) এই সংগঠনের সমস্ত ক্রিয়াকাণ্ড নৈতিক সীমারেখার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকবে।

৩) এই সংগঠন তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য শান্তিপূর্ণ ও গঠনমূলক উপায় অনুসরণ করবে এবং জ্ঞানের প্রসার ও দ্বীনের প্রচারের জন্য সবরকম স্বীকৃত পন্থা অবলম্বন করবে। সংগঠন ওই সমস্ত কাজ থেকে বিরত থাকবে, যা সত্য, দায়িত্বশীলতা ও শান্তির পরিপন্থী এবং যার থেকে বিভেদ, দ্বন্দ্ব ও জমীনে ফ্যাসাদ তৈরী হতে পারে।

## সদস্যভুক্তি

**অনুচ্ছেদ: ৬**

নিম্নলিখিত শর্তসাপেক্ষে ভারতবর্ষের কোন ছাত্র-যুব নাগরিক এই সংগঠনের সদস্য হতে পারে।

১) এর সংবিধান বুঝে নেওয়ার পর যদি কেউ শপথ করে যে, সে এই সংবিধান ও তার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলবে।

২) সে নামায সময়ানুবর্তিতার সঙ্গে আদায় করবে, রোযা এবং অন্যান্য ফরয কাজসমূহ শরীয়তের সীমারেখার মধ্যে পালন করতে সক্রিয় হবে ও কাবীরা গুনাহ থেকে দূরে থাকবে।

৩) ভারতে বসবাসকারী হবে।

৪) ত্রিশ বছরের বেশি বয়স হবে না।

*নোট: ১) শর্তগুলি পূরণ করা সত্ত্বেও এই সংগঠনের সভাপতি যখন তার সদস্যভুক্তির আবেদন গ্রহণ করবেন তখনই কেবল সে এর সদস্য হিসেবে গণ্য হবে।*

*২) চলতি বছরের যে কোন সময়ে কোন মেম্বারের বয়স ত্রিশ সম্পূর্ণ হলেও তিনি ওই বছরের পুরো সময় মেম্বার থাকবেন।*

## নির্বাচন ও নিয়োগের মানদণ্ড

**অনুচ্ছেদ: ৭**

**ক) দায়িত্বশীল নিযুক্তি -**

১) তিনি এই সংগঠনের একজন সদস্য হবেন, কিন্তু কোন পদের জন্য লালায়িত হবেন না।

২) তিনি ধর্মীয় জ্ঞান, তাকওয়া, সততা, বিভিন্ন ঘটনাবলী উপলব্ধি শক্তি, বিজ্ঞতা এবং সুষ্ঠু মত পোষণের ক্ষমতা, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর পথে দৃঢ়তা এবং সাংগঠনিক কাজে অধিকতর আত্মনিয়োগ ও সাংগঠনিক যোগ্যতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর এলাকার অন্যান্যদের অপেক্ষা গুণবান হবেন।

**খ) পরামর্শ পরিষদের সদস্য নির্বাচন এবং নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মনোনীত প্রতিনিধিদের জন্য**

১) তিনি এই সংগঠনের একজন সদস্য হবেন। কিন্তু পরামর্শ পরিষদের সদস্য বা সংগঠনের অন্য কোন পদের প্রতি তাঁর কোন মোহ থাকবে না।

২) ধর্মীয় জ্ঞান, তাকওয়া, সততা, ঘটনা উপলব্ধি করার ক্ষমতা, বিজ্ঞতা, দৃঢ় মত পোষণ করার ক্ষমতা, সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, আল্লাহর পথে দৃঢ়তা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি তাঁর নির্বাচন এলাকার অন্যান্য সদস্য অপেক্ষা সামগ্রিকভাবে বেশি গুণবান হবেন।

## কার্যকাল

**অনুচ্ছেদ: ৮**

ক) এই সংগঠনের কার্যকাল হবে দ্বি-বার্ষিক। কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক পদগুলির নির্বাচন ও নিয়োগ হবে দুই বৎসরের জন্য এবং স্থানীয় পদগুলি এক বৎসরের জন্য।

খ) কার্যকাল শেষ হওয়ার পূর্বে যদি কোন পদ শূন্য হয় তাহলে শূন্য পদের জন্য নির্বাচন ও নিয়োগ কার্যকালের বাকি সময়ের জন্য হবে।

গ) কেন্দ্রীয় বা রাজ্য পর্যায়ে সাংবিধানিক পদসমূহের উপর দায়িত্বশীল কোন মেম্বার তার সাংগঠনিক বয়সসীমার মাঝখানে ৩০ ঊর্ধ্ব হয়ে গেলেও তার দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে বয়স বাধা দেবে না।

## সারপারাস্তে আ'লা

**অনুচ্ছেদ: ৯**

জামাআতে ইসলামী হিন্দের আমীর হবেন এই সংগঠনের সারপারাস্তে আ'লা বা প্রধান পৃষ্ঠপোষক।

**অনুচ্ছেদ: ১০**

**সারপারাস্তে আ'লার দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ**

১) এই সংগঠন স্বাস্থ্যকর পথে এবং লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী কর্তব্য সম্পাদন করছে কিনা, তার প্রতি লক্ষ্য রাখা। এই কাজ সম্পাদনের নির্মিত প্রয়োজন পরিস্থিতি

অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণের ইখতিয়ার থাকবে।

২) এই সংগঠনের সংবিধান অনুযায়ী এর কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করা।

৩) এই সংগঠনের প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদকের পদত্যাগ অনুমোদন করা।

৪) সংগঠনের স্বার্থে প্রয়োজনে প্রেসিডেন্ট ও সাধারণ সম্পাদককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা।

৫) সংগঠনের স্বার্থের দাবিতে কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের পরামর্শক্রমে প্রেসিডেন্টকে বরখাস্ত করা এবং প্রেসিডেন্টের পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদককে বরখাস্ত করা।

৬) সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ, মতবিরোধপূর্ণ বিষয়ে কোন কাজ অথবা সংবিধানের পুনর্মূল্যায়নের সঙ্গে সম্পর্কিত কোন সিদ্ধান্ত সারপারাস্তে আ'লার অনুমোদনের পরে কার্যকরী হবে।

*নোট:- প্রয়োজন বোধে সারপারাস্তে আ'লা তাঁর মনোনীত ব্যক্তির মাধ্যমে তাঁর কাজ চালাতে পারেন।*

## সংগঠনের সভাপতি

**অনুচ্ছেদ: ১১**

সংগঠনের সভাপতিই হবেন প্রধান সংগঠকের মর্যাদাসম্পন্ন এবং সংগঠকের সদস্যগণ নীতিগতভাবে তাঁর আনুগত্য করতে বাধ্য থাকবে।

**অনুচ্ছেদ: ১২**

ক) রাজ্য পরামর্শ পরিষদের (ZAC) সদস্যগণ এবং ওই এলাকাসমূহ, যেখানে রাজ্যস্তরের সংগঠন কায়েম নেই, সেখানকার মেম্বারদের নির্বাচিত প্রতিনিধি সংগঠনের সদস্যদের মধ্যে থেকেই সংগঠনের সভাপতি নির্বাচন করবেন।

খ) যদি কোন কারণ বশত কার্যকালের মাঝে কেন্দ্রীয় সভাপতি নির্বাচনের প্রয়োজন হয় তবে CAC. ZAC নির্বাচিত প্রতিনিধি, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের সাংগঠনিক পদাধিকারীগণ এ ব্যাপারে ভোট দানের যোগ্যতা অর্জন করবে।

গ) এই নির্বাচন সর্বসম্মতিক্রমে করার চেষ্টা করা হবে। যদি মতৈক্যে পৌঁছানো না যায়, তবে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটেই নির্বাচন হবে।

**অনুচ্ছেদ: ১৩**

ক) যদি কোন কারণে হঠাৎ সভাপতির পদ শূন্য হয়ে যায়, তবে সাধারণ সম্পাদক সঙ্গে সঙ্গে ওই পদ গ্রহণ করবেন। এই সাময়িক ব্যবস্থা ৩ মাসের অধিক চলবে না। এই সময়ের মধ্যেই ১২ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী সভাপতি নির্বাচন করা একান্ত জরুরী।

খ) যদি কোন বিশেষ কারণে সভাপতি সাময়িকভাবে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে

অব্যাহতি লাভ করতে চান, তবে সারপারাস্তে আ'লার সঙ্গে পরামর্শক্রমে কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের কোন সদস্যকে তিনি তাঁর পদে মনোনীত করতে পারেন। এরূপ নিয়োগের কার্যকালের মেয়াদ ৬ মাসের অধিক হবে না এবং যদি এই কার্যকাল ৩ মাস বর্ধিত হয়, তবে কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের অনুমোদন একান্ত জরুরী।

**অনুচ্ছেদ: ১৪**

১২ এবং ১৩ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী যতক্ষণ না নতুন সভাপতি তাঁর দায়িত্ব বুঝে নেন; ততদিন পূর্বতন সভাপতিকেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে।

**অনুচ্ছেদ: ১৫**

**সভাপতির দায়িত্ব ও কর্তব্য নিম্নরূপ হবে:**

১) সাংগঠনিক কাজে শৃঙ্খলা বজায় রাখা।

২) সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যে পৌঁছানোর জন্য সর্বপ্রকার চেষ্টা সাধনা করা।

৩) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সংগঠনের নীতি নির্ধারণ ও সংশোধন করা এবং বিতর্কিত বিষয়সমূহের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

৪) জরুরী বিষয়গুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে যদি কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের (CAC) সঙ্গে পরামর্শ করা সম্ভব না হয় তবে সেই অবস্থায় প্রাপ্ত কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের (CAC) সদস্যগণের পরামর্শক্রমে অথবা সংগঠনের সদস্যগণের মধ্যে যাদের সঙ্গে পরামর্শ করা সম্ভব পরামর্শ করে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং যথা শীঘ্র সারপারাস্তে আ'লাকে বিষয়টি অবগত করানো এবং কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের (CAC) পরবর্তী সভায় উক্ত সিদ্ধান্ত ও গৃহীত ব্যবস্থার রিপোর্ট পেশ করে অনুমোদন করা।

৫) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সভা আহ্বান করা এবং সভাপতিত্ব করা।

৬) রাজ্য পরামর্শ পরিষদ এবং রাজ্য সভাপতিদের নির্বাচন পরিচালনা করা।

৭) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সভায় পরিষদের সদস্য নয় এমন ব্যক্তিদের আহ্বান করা, তবে উক্ত আহত ব্যক্তিদের কোন ভোটাধিকার থাকবে না।

৮) ৬ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী কোন ব্যক্তির সদস্যভুক্তির আবেদন গ্রহণ করা এবং কোন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা।

৯) সংগঠনের কোন সদস্যকে সাময়িক বরখাস্ত করা অথবা বহিষ্কার করা (অনুঃ ৫০)।

১০) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের (CAC) সঙ্গে পরামর্শ করে প্রয়োজন অনুসারে কোন প্রদেশে সাংগঠনিক রাজ্য/স্থানীয় সংগঠন কায়েম করা।

১১) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক নিযুক্ত করা।

১২) রাজ্য পরামর্শ পরিষদগুলির গৃহীত সিদ্ধান্তের আলোকে তাদের কার্যক্রম পরিদর্শন করা এবং জায়েযা গ্রহণ।

১৩) কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য পরামর্শ পরিষদগুলির (CAC + ZAC) সদস্যদের এবং রাজ্য অফিস বেয়ারারদের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা এবং সঙ্গে সঙ্গে এ ব্যাপারে যথাক্রমে

সারপারাস্তে আ'লা ও সারপারাস্তে হালকার (রাজ্য পৃষ্ঠপোষক) দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

১৪) রাজ্য সভাপতিকে সাময়িক বরখাস্ত করা বা রাজ্য পরামর্শ পরিষদের (ZAC) সহিত পরামর্শক্রমে স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা।

১৫) রাজ্য সভাপতির পরামর্শক্রমে কোন রাজ্য সম্পাদককে সাময়িক বরখাস্ত বা স্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা।

১৬) সংগঠনের স্বার্থে অনিবার্য হলে রাজ্য সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে কোন স্থানীয় ইউনিটকে সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া অথবা স্থায়ীভাবে বন্ধ করে দেওয়া।

১৭) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের নির্ধারিত সীমারেখার মধ্যে সংগঠনের কোন সম্পদ ব্যবহার করা এবং সংগঠনের পক্ষে সংগঠনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি ক্রয়-বিক্রয়, বিনিময় অথবা হস্তান্তর করা।

১৮) সারপারাস্তে আ'লার নির্দেশ মেনে চলা (অনু: ১০)।

**অনুচ্ছেদ: ১৬**

১৫ নং অনুচ্ছেদে স্থায়ী সভাপতিকে যে সমস্ত ক্ষমতা দেওয়া আছে, অস্থায়ী সভাপতিও উক্ত ক্ষমতার অধিকারী হবেন। অবশ্য বদলি বা প্রতিনিধি সভাপতি সেই সমস্ত ক্ষমতাগুলির প্রয়োগ করতে পারবেন, যেগুলি তাঁকে বিশেষভাবে সভাপতি অর্পণ করবেন।

## কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ

**অনুচ্ছেদ: ১৭**

ক) সভাপতিকে সহযোগিতা এবং পরামর্শ প্রদানের জন্য এই সংগঠনের একটি কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদ (CAC) থাকবে, যার সঙ্গে সভাপতি সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন, যে বিষয়গুলো সংগঠনের নীতি ও শৃঙ্খলার উপরে বিশেষ প্রভাব ফেলে এবং যে বিষয়গুলো মতপার্থক্যমূলক সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবেন।

খ) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্য সংখ্যা হবে ১৫ জন। প্রত্যেক নতুন কার্যকাল আরম্ভের পূর্বে সভাপতি বর্তমান কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থির করবেন, পরবর্তী কার্যকালের পরামর্শ পরিষদের সদস্য সংখ্যা কতজন হবে।

### A) গঠন প্রণালী

**অনুচ্ছেদ: ১৮**

ক) রাজ্য পরামর্শ পরিষদের (ZAC) সদস্যগণ এবং ওই এলাকাসমূহ, যেখানে রাজ্য স্তরের সংগঠন কায়েম নেই, সেখানকার মেম্বারদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণকে নির্বাচন করবেন। সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্য হবেন।

খ) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের কোন পদ শূন্য হলে কার্যকালের অবশিষ্টাংশের জন্য (CAC+ ZAC) ওই এলাকাসমূহ, যেখানে রাজ্য স্তরের সংগঠন কায়েম নেই, সেখানকার মেম্বারদের নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ, কেন্দ্রীয় ও রাজ্য পর্যায়ের সাংগঠনিক পদাধিকারীগণ সংগঠনের সদস্যদের মধ্য থেকে শূন্য পদের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচন করবেন।

## B) অধিবেশন

**অনুচ্ছেদ: ১৯**

ক) কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের (CAC) সভা বছরে একবার অনুষ্ঠিত হবে। দুইটি সভার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ১৪ মাসের বেশি হবে না।

খ) অবশ্য যে কোন সময় জরুরী সভা আহ্বান করার ক্ষমতা সংগঠনের সভাপতির থাকবে।

গ) যদি কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের (CAC) এক তৃতীয়াংশ সদস্য সভাপতির নিকট লিখিতভাবে আবেদন করেন, তবে পরিষদের সভা আহ্বান করা বাধ্যতামূলক।

## C) কোরাম

**অনুচ্ছেদ: ২০**

পরিষদের সভার কোরামের জন্য অর্ধেক সদস্যের উপস্থিতি প্রয়োজন; কিন্তু যদি কোরামের অভাবে কোন সভা বন্ধ রাখতে হয়, তবে পরবর্তী সভার জন্য কোন কোরামের প্রয়োজন নেই।

## D) সভার কার্যবিবরণী

**অনুচ্ছেদ: ২১**

কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের (CAC) প্রতিটি সাধারণ সভায় বিবেচনা ও সিদ্ধান্তের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়সমূহ পেশ করতে হবে।

১) সংগঠনের বাৎসরিক রিপোর্ট।

২) পূর্ববর্তী বৎসরের বাজেটের ভিত্তিতে কেন্দ্রীয় বায়তুলমালের আয় ব্যয়ের হিসাব পরামর্শ পরিষদের সামনে হিসাব পরীক্ষকের মন্তব্য-সহ পেশ করতে হবে।

৩) হিসাব পরীক্ষক নিয়োগ।

৪) পরবর্তী বৎসরের জন্য বাজেট নির্ণয়।

৫) পলিসি ও প্রোগ্রাম তৈরি বা সংশোধন করা।

৬) সাংগঠনিক বিষয়াবলীর জন্য প্রস্তাব ও পরামর্শ।

## E) পরিষদের সিদ্ধান্ত

**অনুচ্ছেদ: ২২**

কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা

চালানো হবে, সম্ভব না হলে সংখ্যাধিক্যের ভোটেই সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। পক্ষে বিপক্ষে সমান ভোট পড়লে সভাপতির মতের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সংবিধানে কোনরূপ সংশোধন, সংযোজন বা বিলোপ সাধনের জন্য পরিষদ সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের ভোটাধিক্যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়া বাধ্যতামূলক।

## সাধারণ সম্পাদক

**অনুচ্ছেদ: ২৩**

কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে সভাপতি সাধারণ সম্পাদক নিয়োগ করবেন।

**অনুচ্ছেদ: ২৪**

সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ হবে

১) কেন্দ্রীয় বিভাগগুলির কাজকর্ম পরিদর্শন করা।
২) সাংগঠনিক ব্যাপারসমূহের তদারকী করা এবং এর শৃঙ্খলা বজায় রাখা।
৩) সংগঠনের সভাপতির পরামর্শ অনুসারে সমস্ত সাংগঠনিক রাজ্যগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাখা, তাদের কাজকর্ম পরিদর্শন করা এবং কেন্দ্রীয় সভাপতির পরামর্শ অনুসারে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করা।
৪) সভাপতির নির্দেশক্রমে উপরোক্ত ব্যাপারসমূহে সাধারণ সম্পাদক তাঁর দায়িত্ব পালন করে যাবেন এবং সভাপতির নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

## সারপারাস্তে হালকা

**অনুচ্ছেদ: ২৫**

রাজ্য পর্যায়ে এই সংগঠনের একজন 'সারপারাস্ত' থাকবেন। যিনি জামাআতে ইসলামী হিন্দের আমীরে হালকা বা জামাআতের কেন্দ্রের অধীন বিশেষ এলাকার প্রধান বা নাযিম হবেন।

**অনুচ্ছেদ: ২৬**

সারপারাস্তে হালকার দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ হবে-

১) সংগঠনের কাজ-কর্ম তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য অনুযায়ী পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা লক্ষ্য রাখা, এই উদ্দেশ্যে রাজ্য পর্যায়ে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করার ক্ষমতা তাঁর থাকবে।
২) রাজ্য সভাপতি ও রাজ্য পরামর্শ পরিষদের (ZAC) নির্বাচন পরিদর্শন করা।
৩) রাজ্য পর্যায়ের গুরুত্বপূর্ণ ও মতবৈষম্যমূলক বিষয়গুলির সিদ্ধান্তসমূহ সারপারাস্তে হালকার অনুমোদন লাভের পরই কেবল কার্যকর করা যাবে।

*নোট ৪: যদি প্রয়োজন হয়, সারপারাস্তে হালকা তাঁর পরিবর্তে কাজ করার জন্য যে কোন ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিতে পারেন।*

## রাজ্য পরামর্শ পরিষদ (ZAC)

**অনুচ্ছেদ: ২৭**

ক) রাজ্য সভাপতিকে সহযোগিতা ও পরামর্শদানের জন্য প্রত্যেক রাজ্যে একটি করে রাজ্য পরামর্শ পরিষদ থাকবে। রাজ্য সভাপতি যাদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে পরামর্শ করবেন।

খ) সংগঠনের সভাপতি রাজ্য সভাপতির পরামর্শক্রমে পরবর্তী কার্যকাল আরম্ভ হওয়ার পূর্বেই রাজ্য পরামর্শ পরিষদের (ZAC) সদস্য সংখ্যা স্থির করবেন।

### A) গঠন প্রণালী

**অনুচ্ছেদ: ২৮**

রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সদস্যগণ সংশ্লিষ্ট রাজ্যের সদস্যগণ দ্বারা ওই রাজ্যের সদস্যগণের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবেন। রাজ্য সম্পাদক পদাধিকার বলে এই পরিষদের সদস্য হবেন।

### B) অধিবেশন

**অনুচ্ছেদ: ২৯**

ক) রাজ্য পরামর্শ পরিষদের (ZAC) সভা সাধারণভাবে বছরে দু'বার অনুষ্ঠিত হবে এবং দুই সভার মধ্যবর্তী সময়ের ব্যবধান ৮ মাসের বেশি হবে না।

খ) অবশ্য যে কোন সময়ে জরুরী সভা আহ্বান করার ক্ষমতা রাজ্য সভাপতির থাকবে।

গ) যদি রাজ্য পরামর্শ পরিষদের (ZAC) এক-তৃতীয়াংশ সদস্য লিখিতভাবে রাজ্য সভাপতির নিকট সভা আহ্বানের দাবি করেন, তবে ওই জরুরী সভা অবশ্যই ডাকতে হবে।

### C) কোরাম

**অনুচ্ছেদ: ৩০**

সভার কোরামের জন্য অর্ধেক সদস্যকে উপস্থিত থাকতে হবে, কিংবা যদি কোরামের অভাবে কোন সভা মুলতুবি রাখতে হয়, তবে পরবর্তী সভায় কোরামের প্রয়োজন হবে না।

## D) সভার কার্যবিবরণী

**অনুচ্ছেদ: ৩১**

**রাজ্য পরামর্শ পরিষদের দায়িত্ব নিম্নরূপ:**

১) সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা করা।
২) কেন্দ্রীয় পলিসি প্রোগ্রামের আলোকে রাজ্য পর্যায়ের প্রোগ্রাম তৈরী করা।
৩) অডিট রিপোর্ট এবং পূর্ববর্তী বছরের বাজেটের ভিত্তিতে রাজ্য বায়তুলমালের আয়-ব্যয়ের হিসাব পর্যালোচনা করা।
৪) বাৎসরিক বাজেট অনুমোদন।
৫) প্রয়োজন অনুসারে দায়িত্বশীল এবং হিসাব রক্ষক নিয়োগ।
৬) অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর চিন্তাভাবনা করা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা।

## E) পরিষদের সিদ্ধান্ত

**অনুচ্ছেদ: ৩২**

রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ব্যাপারে মতৈক্যে পৌঁছানোর প্রচেষ্টা চালানো হবে, সম্ভব না হলে সংখ্যাধিক্যের ভোটে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। সমান সমান ভোট পড়লে রাজ্য সভাপতির মতের সঙ্গে একমত হয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

## রাজ্য সভাপতি

**অনুচ্ছেদ: ৩৩**

প্রত্যেক সাংগঠনিক রাজ্যে একজন সভাপতি থাকবেন এবং তিনিই রাজ্যের প্রধান হবেন।

**অনুচ্ছেদ: ৩৪**

ক) রাজ্য পরামর্শ পরিষদ রাজ্যের সদস্যদের মধ্যে থেকেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করবেন।
খ) যদি কোন কারণে রাজ্য সভাপতির পদ আকস্মিকভাবে শূন্য হয়, তবে সম্পাদক সঙ্গে সঙ্গে ওই পদ গ্রহণ করবেন। এই অস্থায়ী ব্যবস্থার কার্যকালের মেয়াদ ৩ মাসের অধিক হবে না। এবং ৩৪ (ক) ধারা অনুযায়ী উক্ত সময়ের মধ্যেই রাজ্য সভাপতি নির্বাচন করতে হবে।
গ) যদি সাময়িকভাবে রাজ্য সভাপতি তাঁর কাজ চালাতে না পারেন, তাহলে সংগঠনের সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে তিনি একজন অস্থায়ী রাজ্য সভাপতি নিয়োগ করতে পারেন। এরূপ নিয়োগের মেয়াদ ৬ মাসের অধিক হবে না।

## অনুচ্ছেদ: ৩৫

**রাজ্য সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা:**

১) রাজ্যের বিভিন্ন সাংগঠনিক শাখা ও ইউনিটের প্রশাসনিক কাজকর্ম নিয়মিতকরণ, শৃঙ্খলা বজায় রাখা, রাজ্যের সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও সঠিক পথ-প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা।

২) ক) রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সভা আহ্বান করা এবং তার সভাপতিত্ব করা।
খ) সদস্য নয়, এমন ব্যক্তিকে রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সভায় অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানানো, কিন্তু এই আমন্ত্রিত ব্যক্তির কোনরূপ ভোটাধিকার থাকবে না।

৩) ক) এই সংগঠনের সদস্যভুক্তির সুপারিশ করা অথবা এই সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা কিংবা কারো পদত্যাগপত্র গ্রহণের সুপারিশ করা।
খ) পরিস্থিতি বাধ্য করলে কোন সদস্যকে সাময়িক কালের জন্য বরখাস্ত করা এবং (৫০-খ) ধারা অনুযায়ী সে ব্যাপারে যথা শীঘ্র সভাপতির অনুমোদন নেওয়া।

৪) রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্য সম্পাদক নিয়োগ করা।

৫) রাজ্য সম্পাদকের পদত্যাগপত্র গ্রহণ, তাঁর সাময়িক বরখাস্ত অথবা তাঁর বহিষ্কারের সুপারিশ করা।

৬) রাজ্যে নতুন শাখা প্রতিষ্ঠা করা।

৭) স্থানীয় শাখাগুলির বিভিন্ন পদাধিকারীর নির্বাচনের ব্যবস্থা করা, কারও পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা, কাউকে অস্থায়ীভাবে বরখাস্ত করা এবং সম্পাদকের সঙ্গে পরামর্শক্রমে তাদের কাউকে বহিষ্কার করা।

৮) স্থানীয় পরামর্শ পরিষদের কোন সদস্যের পদত্যাগপত্র গ্রহণ করা।

৯) সংগঠনের স্বার্থ রক্ষার্থে অপরিহার্য পরিস্থিতিতে যেকোন স্থানীয় শাখার
ক) কাজ-কর্ম মুলতুবী রাখা এবং অনুমোদনের জন্য খুব শীঘ্র সভাপতিকে জানানো।
খ) কোন ইউনিটকে স্থায়ীভাবে বন্ধ করার সুপারিশ করা।

## সম্পাদক

### অনুচ্ছেদ: ৩৬

রাজ্য পরামর্শ পরিষদের সঙ্গে পরামর্শক্রমে রাজ্য সভাপতি একজন সম্পাদক নিয়োগ করবেন।

### অনুচ্ছেদ: ৩৭

সম্পাদকের দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ:

১) রাজ্যের সমস্ত সাংগঠনিক ব্যাপারসমূহ পরিদর্শন করা এবং সমস্ত কাজ-কর্ম পরিচালনা করা।
২) রাজ্য বিভাগসমূহ তত্ত্বাবধান করা।
৩) স্থানীয় শাখাসমূহের শৃঙ্খলার প্রতি নজর রাখা, তাদের কাজ-কর্ম লক্ষ্য রাখা এবং বিভিন্ন সময়ে তাদেরকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দান করা।
৪) এই সমস্ত বিষয়ে রাজ্য সম্পাদক রাজ্য সভাপতির নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন এবং রাজ্য সভাপতির নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন।

## ইউনিট

**অনুচ্ছেদ: ৩৮**

কোন স্থানে সংগঠনের দুই বা ততোধিক সদস্য থাকলে সেখানে একটি নতুন ইউনিট খোলা যাবে, কিন্তু কোন জায়গায় একটিমাত্র সদস্য থাকলে তিনি সরাসরি রাজ্য সভাপতির সঙ্গে যুক্ত থাকবেন এবং তাঁরই নির্দেশ মতো কাজ করবেন।

## স্থানীয় সভাপতি

**অনুচ্ছেদ: ৩৯**

ক) প্রতিটি স্থানীয় ইউনিটে একজন সভাপতি থাকবেন এবং তিনি স্থানীয় সদস্যগণের দ্বারা এবং তাদের মধ্যে থেকেই নির্বাচিত হবেন।
খ) যে ইউনিটে দু'জন মাত্র সদস্য থাকবেন রাজ্য সভাপতি তাঁর পছন্দমত একজনকে সেই ইউনিটের সভাপতি নিয়োগ করবেন।

**অনুচ্ছেদ: ৪০**

স্থানীয় সভাপতির দায়িত্ব ও ক্ষমতা নিম্নরূপ হবে:
ক) স্থানীয় শাখার সাংগঠনিক শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং স্থানীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ ও হেদায়াত দান করা।
খ) সংগঠনের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজে সক্রিয় থাকা এবং অন্যান্য সদস্যদেরও সক্রিয় করে গড়ে তোলা।
গ) স্থানীয় শাখার সদস্যদের সঙ্গে পরামর্শ করে সমস্ত স্থানীয় কাজ পরিচালনা করা।
ঘ) এ সমস্ত ব্যাপারসমূহে স্থানীয় সভাপতি রাজ্য সভাপতির পরামর্শ ও নির্দেশ মানতে বাধ্য থাকবেন এবং তাঁরই কাছে জবাবদিহী করতে বাধ্য থাকবেন।

## স্থানীয় পরামর্শ পরিষদ

**অনুচ্ছেদ: ৪১**

ক) যদি কোন স্থানীয় শাখায় ২৫ বা তদূর্ধ্ব সদস্য থাকেন, তবে রাজ্য সভাপতির অনুমতিক্রমে সেখানে একটি স্থানীয় পরামর্শ পরিষদ গঠন করা যেতে পারে।

খ) রাজ্য সভাপতি স্থানীয় সভাপতির সঙ্গে পরামর্শক্রমে স্থানীয় পরামর্শ পরিষদের সদস্য সংখ্যা স্থির করবেন।

গ) স্থানীয় পরামর্শ পরিষদের পরামর্শক্রমে সকল স্থানীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াবলীর উপর সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।

## বায়তুলমাল

**অনুচ্ছেদ: ৪২**

এই সংগঠনের স্থানীয়, রাজ্য এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে যথাক্রমে একটি করে স্থানীয়, রাজ্য ও সর্ব-ভারতীয় বায়তুলমাল থাকবে।

**অনুচ্ছেদ: ৪৩**

সাংগঠনিক তহবিল এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংবিধানের ৪ নং ধারায় বর্ণনাকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বহির্ভূত অন্য কোন উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না।

### A) আয়ের উৎস

**অনুচ্ছেদ: ৪৪**

ক) সংগঠনের সদস্যদের মাসিক ইয়ানাত (চাঁদা) এবং সাদ্‌কা (দান-খয়রাত)।

খ) সহানুভূতিশীল ও শুভাকাঙ্খী ব্যক্তিদের দান।

গ) পুস্তক ভাণ্ডার ও প্রকাশনী থেকে প্রাপ্ত আয়।

### B) কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল

**অনুচ্ছেদ: ৪৫**

ক) কেন্দ্রীয় বায়তুলমাল সংগঠনের সভাপতির অধীনে থাকবে এবং তিনি বিভিন্ন খাতে অনুমোদিত বাজেট অনুযায়ী ওই বায়তুলমাল থেকে খরচ করবেন।

খ) কেন্দ্রীয় সংগঠনের হিসাব পরীক্ষক বায়তুলমালের হিসাব পরীক্ষা করবেন।

### C) রাজ্যের বায়তুলমাল

**অনুচ্ছেদ: ৪৬**

ক) প্রতিটি রাজ্যের বায়তুলমাল রাজ্য সভাপতির অধীনে থাকবে এবং তিনি নিজ পরামর্শ পরিষদের পরামর্শক্রমে বায়তুলমালের সংশ্লিষ্ট খাত থেকে খরচ করবেন এবং আয়-ব্যয়ের ব্যাপারে তিনি সংগঠনের সভাপতির নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন।

খ) রাজ্য হিসাব পরীক্ষক রাজ্য বায়তুলমালের হিসাব পরীক্ষা করবেন।

### D) স্থানীয় বায়তুলমাল

**অনুচ্ছেদ: ৪৭**

স্থানীয় বায়তুলমাল স্থানীয় সভাপতির অধীনে থাকবে, যেখান থেকে তিনি সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন খাতে খরচ করবেন, স্থানীয় সদস্যগণের অথবা স্থানীয় পরামর্শ পরিষদের পরামর্শক্রমে এবং তিনি আয়-ব্যয়ের জন্য রাজ্য সভাপতির নিকট দায়িত্বশীল থাকবেন।

## সদস্যপদ খারিজ

### A) পদত্যাগ

**অনুচ্ছেদ: ৪৮**

যদি এই সংগঠনের কোন সদস্য সংগঠনের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন, তবে তাঁর সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনা করার জন্য তাকে সর্বাধিক ২ মাস সময় দেওয়া হবে।

### B) বহিষ্কার ও স্থগিত

**অনুচ্ছেদ: ৪৯**

কোন সদস্য নিম্নলিখিত কাজ-কর্মে লিপ্ত হলে তবেই তাঁকে সংগঠন থেকে বহিষ্কার করা যাবে।

ক) যদি তিনি গঠনতন্ত্রের ৪, ৫, ৬ নং ধারা থেকে কথা ও কাজে পিছিয়ে থাকেন বা দূরে থাকেন।

খ) সচেতনভাবে যদি সংগঠনের নির্ধারিত নীতির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন।

গ) যদি তিনি এমন আচরণ ও মনোভাব গ্রহণ করেন, যা সংগঠনের শৃঙ্খলা এবং তার ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধের জন্য ক্ষতিকর।

**অনুচ্ছেদ: ৫০**

ক) যদি কোন সদস্যের বহিষ্কারের প্রশ্ন ওঠে, তবে এই সুচিন্তিত বহিষ্কারের জন্য তাঁকে উপযুক্ত কারণ প্রদর্শন করা হবে এবং আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্য তাঁকে সর্বোচ্চ ২ মাসের সুযোগ দান করা হবে।

খ) সংগঠনের সভাপতি যদি প্রয়োজন মনে করেন তবে বহিষ্কারের পূর্বেই তাঁকে সাময়িক বরখাস্ত করতে পারেন এবং রাজ্য সভাপতিও অপরিহার্য পরিস্থিতিতে

সংগঠনের সভাপতির সিদ্ধান্তের পূর্বেই উক্ত সদস্যকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করতে পারেন।

## উপবিধি

**অনুচ্ছেদ: ৫১**

এই সংবিধানের অভিপ্রায় সিদ্ধ করার জন্য সংগঠনের সভাপতি প্রয়োজন বোধ করলে কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের পরামর্শক্রমে কিছু উপবিধি প্রণয়ন করতে পারেন এবং কেবলমাত্র সারপারাস্তে আ'লার অনুমোদন পাবার পরেই সেগুলি কার্যে পরিণত হতে পারবে।

## সংগঠনের অবসান

**অনুচ্ছেদ: ৫২**

কোন কারণে সংগঠন বন্ধ হয়ে গেলে সাংগঠনিক তহবিল এবং স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি এমন সংগঠনের কাছেই শুধু হস্তান্তরিত হবে যে সংগঠনও একই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যে কাজ করে। হস্তান্তরের এই সিদ্ধান্ত কেন্দ্রীয় পরামর্শ পরিষদের বাৎসরিক সভায় অথবা এ উদ্দেশ্যে আহত কোন জরুরী সভায় দুই-তৃতীয়াংশ সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত হতে হবে এবং সারপারাস্ত আ'লার সম্মতির পর কার্যকর হবে।